পথের পাঁচালী উপন্যাসের প্রকৃতিচেতনার পরিচয় দাও ।।

শিল্পী হিসাবে বিভূতিভূষন নিসর্গপ্রেমিক। তাঁর সমগ্র সাহিত্যে প্রকৃতি কেবলমাত্র প্রকৃতিচিত্র হিসাবে ধরা না দিয়ে, নিছক পটভূমিকা হিসাবে আহ্বান না করে মানবপ্রকৃতির সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করেছে। পরিবারকেন্দ্রিক বাঙালী জীবনের কথা উনবিংশ শতাব্দী থেকেই বাংলা উপন্যাসের বিষয়বস্তু হিসাবে গৃহীত। এক্ষেত্রে বিভূতিভূষনও ঐতিহ্যের অনুসারী। কিন্তু তাঁর স্বাতন্ত্র্য রয়েছে অন্যত্র, তা হল অভিনব নিসর্গদৃষ্টি। এক বিশিষ্ট সমালোচক বলেছেন,

"বিভূতিভূষনের প্রকৃতিচেতনার রহস্যময় পথ-পরিক্রমায় অভিযানের আনন্দ আছে। যে পথ রূপ-লোক থেকে অতীন্দ্রিয় অরূপ-বিশ্বের দিকে দূরবিসর্পিত। সেই ব্যাপক অথচ গভীর এক বিস্ময়কর চেতনার বিশিষ্টতায় একদিকে বিভূতিভূষন সত্য কবি, অন্যদিকে নরনারীর প্রাত্যহিক সুখ-দুঃখ আশা-আনন্দের আপাত-তুচ্ছ কাহিনীর সঙ্গে প্রকৃতির রসমাধুর্যের সমন্বয়ে সাধনে তিনি এক অসাধারন কথাশিল্পী"

(বিভূতিভূষন : মন ও শিল্প
গোপিকানাথ রায়চৌধুরী)

বিভূতিভূষনের এই নিসর্গদৃষ্টি একদিনে গড়ে ওঠেনি। প্রায় সমগ্র জীবনব্যাপী সাধনারই ফলশ্রুতি তা। বালক বিভূতিভূষন মানুষজনের সান্নিধ্য এড়িয়ে নির্জন প্রকৃতির সঙ্গে একক আলাপে মত্ত হয়েছেন, পরবর্তীকালে কর্মজীবনে কর্মক্ষেত্র হিসাবে শহরের তুলনায় গ্রাম এবং

Scanned with CamScanner

অরণ্যভূমিকে বেছে নিয়েছেন। বস্তুতপক্ষে প্রকৃতির সঙ্গে বিভূতিভূষণের রক্তের সম্পর্ক; প্রকৃতিজগৎ যেন তাঁর আত্মার আত্মীয়। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় বিভূতিসাহিত্যের মূল রাগিনী হিসাবে 'বনশ্রী রাগিনী' আখ্যা দিয়েছেন।

পথের পাঁচালীর প্রধান বৈশিষ্ট্য, তা শুধু গ্রামবাংলার একটি পরিবারের কাহিনিমাত্র নয়, গ্রামবাংলারও আলেখ্য। বস্তুতপক্ষে নিশ্চিন্দিপুর একটি গ্রামমাত্র নয়, তাকে সমগ্র পল্লীবাংলার রূপক বলা চলে। পথের পাঁচালী যেন পল্লীবাংলারই পটচিত্র। বিভূতিভূষণ নিপুণ পটুয়ার মতো এই বাংলার ছবি এঁকেছেন। তুচ্ছাতিতুচ্ছ গাছপালা, লতাপাতা, ফল-ফুল, কীটপতঙ্গ, পশুপাখি কিছু যেন বাদ পড়েনি, কচুরিপানায় ভরে ওঠা ডোবা, মেঠোপথ, দুধ-সাদা জ্যোৎস্না, অমাবস্যার নিকষ কালো রাত — এই প্রকৃতিচিত্র ভিড় করে এসেছে।

"চারিধারে বনঝোপ, ওদিকে তেলাকুচা লতার দুলুনি, বেলগাছের তলে জঙ্গলে কেওড়া গাছে ফুলের ঝাড়, আবিগোড়া কটা দুর্বাঘাসের উপর খঞ্জনপাখিরা নাচিয়া নাচিয়া ছুটিয়া বেড়াইতেছে".

উপন্যাসের মূল চরিত্র অপু যেন বিভূতিভূষণেরই শিল্প-প্রতিরূপ। অপুর প্রকৃতি-তন্ময়তার মধ্যে দিয়ে বিভূতিভূষণেরই নিসর্গ-উপলব্ধি প্রতিফলিত হয়েছে। এই উপন্যাসে বিভূতিভূষণের নিসর্গচেতনা কোনো তত্ত্বে পরিণত হয়নি, এ বিষয়ে তিনি আনন্দবাদী, সৌন্দর্যবাদী। তাঁর প্রকৃতি চেতনার সঙ্গে ওয়ার্ডসওয়ার্থের প্রকৃতিচেতনার ব্যাপক মিল।

Scanned with CamScanner

পল্লীপ্রকৃতি ও অপু : সমগ্র পথের পাঁচালী জুড়ে যে দারিদ্র্য অবস্থান করেছে, প্রকৃতির স্নেহ-স্পর্শে কারনে তা কখনও তীব্র কটাক্ষে জীবনকে দগ্ধ করেনি। এখানে প্রকৃতি নিজেই একটি চরিত্র, সে তুলনায় পথের পাঁচালীতে প্রকৃতি অনেকখানি নিরপেক্ষ, মানবজীবনের সমান্তরালে চলেছে। দিদি দুর্গার হাত ধরে ছোট্ট অপুর প্রকৃতিরাজ্যে পদার্পন। তারপর প্রকৃতির সঙ্গে সে যেন মিশে যেতে চাইছে। অপুর বাবার সঙ্গে প্রথম বেরোনোর পর এবং দিদির মৃত্যুর পর কাশী যাওয়ার অব্যবহিত পূর্বে একা গঙ্গানন্দপুরে যাওয়ার পথে দেখেছে সোনাডাঙ্গা মাঠের বুক চিরে উঁচু মাটির পথ, পথের দুধারে মাঠের মধ্যে শুধুই আকন্দফুলের বন, দীর্ঘ শ্বেতাভ ডাঁটাগুলি ফুলের ভারে নত হয়ে দুর্বাঘাসের ওপর লুটিয়ে পড়েছে।

দুর্গা ও অপুর নিসর্গ অনুভূতির পার্থক্য : বিভূতিভূষন 'পথের পাঁচালী'র কাহিনি বয়ন করেছেন অপুর দৃষ্টিকোন থেকে, প্রকৃতির অপাররহস্য, জীবনসম্পর্কে অনুভূতি, মানুষ সম্পর্কে ধারনা তাই সবই অপু-কেন্দ্রিক। 'পথের পাঁচালীতে যে প্রকৃতিচেতনা মানবচেতনার সঙ্গে অন্বিত হয়েছে একটি বিস্ময়নিবিড় বালকের চোখ দিয়েই পাঠকের সামনে তা সমুপস্থিত। দিদির সাহচর্যে সে প্রকৃতির উন্মুক্ত প্রান্তরে এসে পড়েছে সত্যকথা, কিন্তু তার দৃষ্টির পুলকঘনিম অনুভূতি ক্রমশ গভীর থেকে গভীরতর দিকে এগিয়েছে। দুর্গার চোখে কোনো মোহঅঞ্জন নেই, সে আটপৌরে, হলে অপু ঐশ্বর্যময় —

Scanned with CamScanner

পলকে পলকে প্রকৃতি তাকে নিজের কোলে নিবিড়তার বিছানো আসনে বসিয়েছে, সে বাবার সঙ্গে সরস্বতী পুজোর দিন নীলকণ্ঠ পাখি দেখার কালে হোক, বা প্রথম নিশ্চিন্দিপুরের সীমা চৌহদ্দি বেরোবার সময়ে হোক — সর্বত্র নিসর্গ প্রকৃতি নবনব বেশে, নবনব মূর্তিতে তার সামনে ধরা দিয়েছে। দুর্গা প্রকৃতির গাছপালা থেকে ফল ফুল সংগ্রহ করতে চায়, তার এই গাছপালার প্রতি নিবিড় কৌতূহল নেই, অপুর রয়েছে নিবিড়, অপার বিস্ময়বোধ। দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য হেতু প্রকৃতিতন্ময়তা অপুর মধ্যেই কেবল দৃশ্য। অপুর চরিত্রে যে অন্তর্মুখীনতা, যে গভীর প্রকৃতিপ্রেম, দুর্গার মধ্যে তা বিন্দুমাত্র নেই। কাহিনির শেষে অপুকে যে Eternal Man হিসেবে দেখা যায়, কিভাবে পা দিয়েছে, তার সময়ের (Time) আনন্দ স্থানের (Space) অনস্তিত্ব Eternal Time ও Space এর মধ্যে মিলেমিশে অন্তহীনতার মধ্যে বিলীন হয়ে গেল, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এর চেয়ে আর নিবিড়তর কী হতে পারে?

Scanned with CamScanner